দৈনিক
ইত্তেফাক

29 JAN 2017

ক্যাডার ইস্যুতে কলেজ শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত

■ নিজামুল হক

ক্যাডার মর্যাদার ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকরা। বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা এখন আন্দোলনের মাঠে। তাদের দাবি, জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডার হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। কোনোভাবেই তাদের ক্যাডার মর্যাদা দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের দাবি, অতীতে এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পাওয়া কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এখনো তা অব্যাহত রয়েছে এবং রাখতে হবে। সরকার যদি তার অবস্থান থেকে সরে আসে তাহলে তারাও আন্দোলনের মাঠে নামবেন। এ বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষই নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বর্তমানে কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা ১২ হাজার। এর মধ্যে প্রায় নয় হাজার বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক। আর প্রায় তিন হাজার শিক্ষক কলেজ জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া, যারা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকের মর্যাদাধারী। নতুন তিনশ কলেজ জাতীয়করণ করা হলে এসব কলেজে শিক্ষক সংখ্যা হবে প্রায় ১৬ হাজার।

বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার হওয়া শিক্ষকদের আশঙ্কা, বিসিএস পরীক্ষা এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক উভয়ে ক্যাডারভুক্ত হলে শিক্ষকদের পদোন্নতিতে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। ফলে পদোন্নতিতে জটিলতা তৈরি হবে, পিছিয়ে পড়বেন বিসিএস উত্তীর্ণ শিক্ষকরা। এ কারণেই বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা চাইছেন না জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকরা ক্যাডারভুক্ত হোক। তারা চাইছেন আত্তীকৃত বিধিমালা-২০০০ সংশোধন।

আদালতের শরণাপন্ন উভয় পক্ষ

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০-এ বলা হয়েছে, জাতীয়করণের আগে কোনো শিক্ষক চার বছরের কম চাকরি করলে উক্ত চাকরিকাল গণ্য করা হবে না। চার বছর বা এর বেশি চাকরি করলে মোট চাকরিকালের অর্ধেক গণ্য করা হবে।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ক্যাডার ইস্যুতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর কোনো শিক্ষকের সরকারি হিসেবে নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে তার ক্যাডারের প্রভাষক পদে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে এবং তিনি ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগকৃত সর্বশেষ কর্মকর্তার নীচে অবস্থান করবেন। তবে জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া ক্যাডার শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান গাজ্জালী 'ইত্তেফাক'কে বলেন, বর্তমানে চার হাজারের বেশি জাতীয়করণকৃত শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। আরো প্রায় চারশ কলেজ জাতীয়করণ হলে এ ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা হবে প্রায় ২০ হাজার। এতসংখ্যক শিক্ষককে বঞ্চিত করার জন্য যে দাবি তোলা হয়েছে তা অযৌক্তিক। তিনি জানান, দেশে মূলত ৮টি কলেজ সরকারি ছিল। এর বাইরে বর্তমানে যত সরকারি কলেজ আছে, সবই জাতীয়করণ করা।

জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা জানান, সরকার প্রায় ৩০০ কলেজ জাতীয়করণ করে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীতে প্রতি উপজেলায় একটি করে কলেজকে সরকারিকরণ করা হবে। এ উদ্যোগ যুগান্তকারী। সরকারের পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই এসব কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। অন্যপক্ষ জানিয়েছে, জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের যাতে ক্যাডার মর্যাদা না দেওয়া হয় তার জন্য সবকিছু করবেন ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার মর্যাদা পাওয়া শিক্ষকদের বক্তব্য, কোনোভাবেই জাতীকরণ শিক্ষকদের এই মর্যাদা দেওয়া যাবে না। ইতোমধ্যে এ দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। 'নো বিসিএস, নো ক্যাডার'× জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের নন-ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের চাকরি শুধু ওই জাতীয়করণ হওয়া কলেজেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এমন দাবি তাদের।

কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, এখন জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকরা যদি সরাসরি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে বিদ্যমান বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। এক্ষেত্রে কলেজ জাতীয়করণ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন এবং আত্তীকৃত বিধিমালা-২০০০ সংশোধনের দাবি জানান তিনি।